যুব সম্মেলন ২০১৮

বাংলাদেশ ও এজেন্ডা ২০৩০

তারুণ্যের প্রত্যাশা

Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh

এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

১৪ অক্টোবর ২০১৮

কৃষিবিদ ইন্সটিটিউশন বাংলাদেশ, ঢাকা

সমান্তরাল অধিবেশন (২)

অংশগ্রহণমূলক যুব নেতৃত্ব

Youth is the Power House of a Nation

"Youth is not a time of life it is a state of mind"

Md. Abdus Sabur
Youth Focal, YPSA
01711025096
asabur.ypsa@gmail.com
www.ypsa.org
Facebook: YPSAbd

যুবঃ যাদের বয়স ১৮-৩৫ বছরের মধ্যে তারা যুব (বাংলাদেশ যুব নীতি মালা)। জাতিসংঘ এর মতে যাদের বয়সসীমা ১৫-২৪ বয়সের মধ্যে তারা যুব। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ বয়সের ভিত্তিতে যুবদের বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে যেমন;

দেশের নাম	বয়সসীমা
বাংলাদেশ	১৫-৩৫
ভারত	১৫-২৪
শ্রীলংকা	১৫-২৯
মালয়শিয়া	১৫-৪০
নেপাল	১৬-৪০
হংকং	১৫-২৯

নেতৃত্ব

নেতৃত্ব হল একটি প্রক্রিয়া যা মানুষের চিন্তা-চেতনাকে প্রভাবিত করে। কার্য সম্পাদন এবং লক্ষ্য অর্জনের জন্য অন্যদের প্রচেষ্টা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করাই হল নেতৃত্ব।

নেতৃত্বের প্রয়োজন কেন/ গুরুত্বঃ

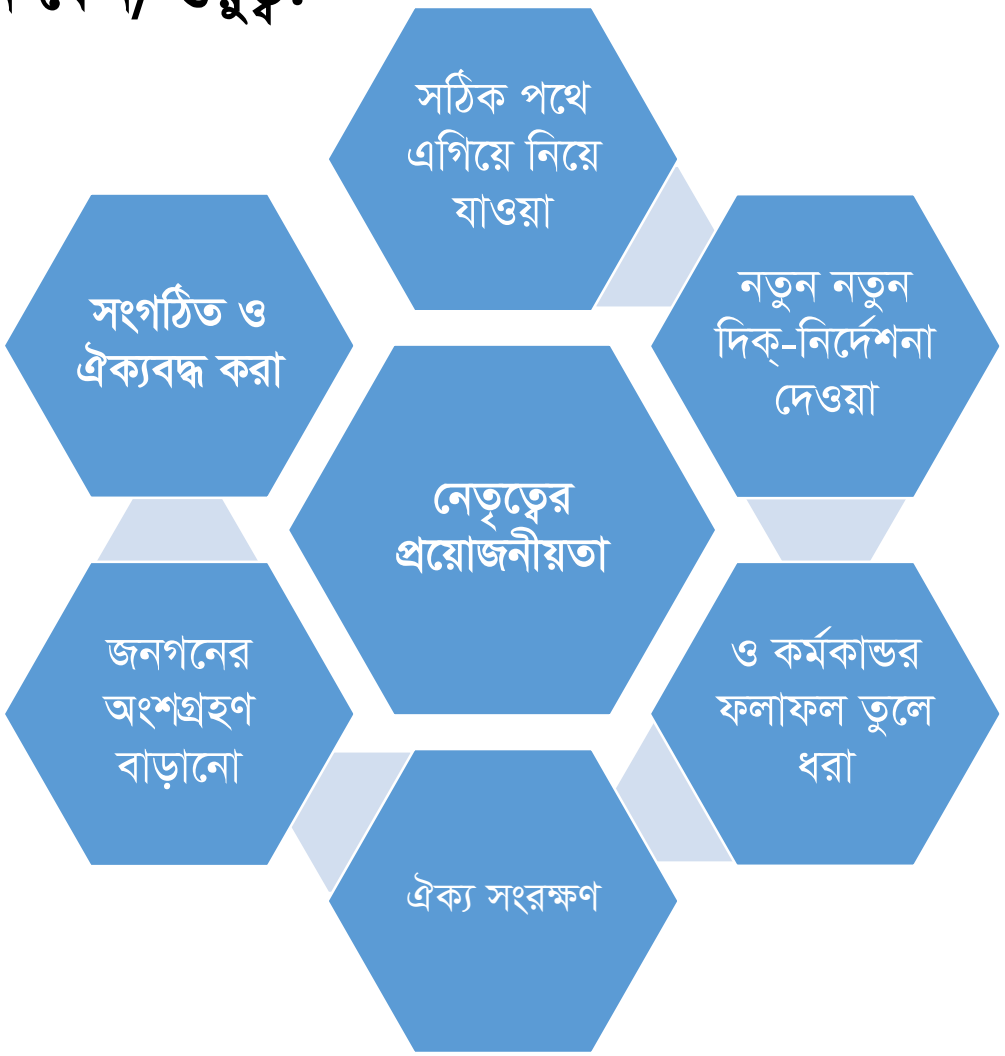

অংশগ্রহনমূলক যুব নেতৃত্বঃ

সম্পূর্ণ সেবার মানসিকতা নিয়ে বিনা পারিশ্রমিকে সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় কোনো উন্নয়ন কর্মে নিজেকে নিয়োজিত করা ও এই প্রক্রিয়ায় সবার মতামত ও জ্ঞান অর্ন্তভূক্ত করাই হলো অংশগ্রহনমূলক নেতৃত্ব । এই অংশগ্রহণটি হতে হবে স্বপ্রণোদিত ও অংশগ্রহনমূলক।

আমাদের গ্রামে অনেক ক্লাব আছে যাদের সদস্যরা বিভিন্ন দুর্যোগ বা অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজে নিজেদের স্বেচ্ছায় নিয়োজিত করেন ও বিভিন্নভাবে কমিউনিটির উন্নয়নে অবদান রাখছেন।

অংশগ্রহনমূলক যুব নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তাঃ

কমিউনিটির উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন অংশগ্রহনমূলক যুব নেতৃত্ব। অংশগ্রহনমূলক নেতৃত্ব গড়ে তুলতে চাইলে প্রয়োজন ইতিবাচক ব্যক্তিত্ব, আর ইতিবাচক ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষই সফল মানুষ বা বিজয়ী মানুষ যারা সমাজ ও দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে। ইতিবাচক ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট নিম্নে আলোচনা করা হলঃ

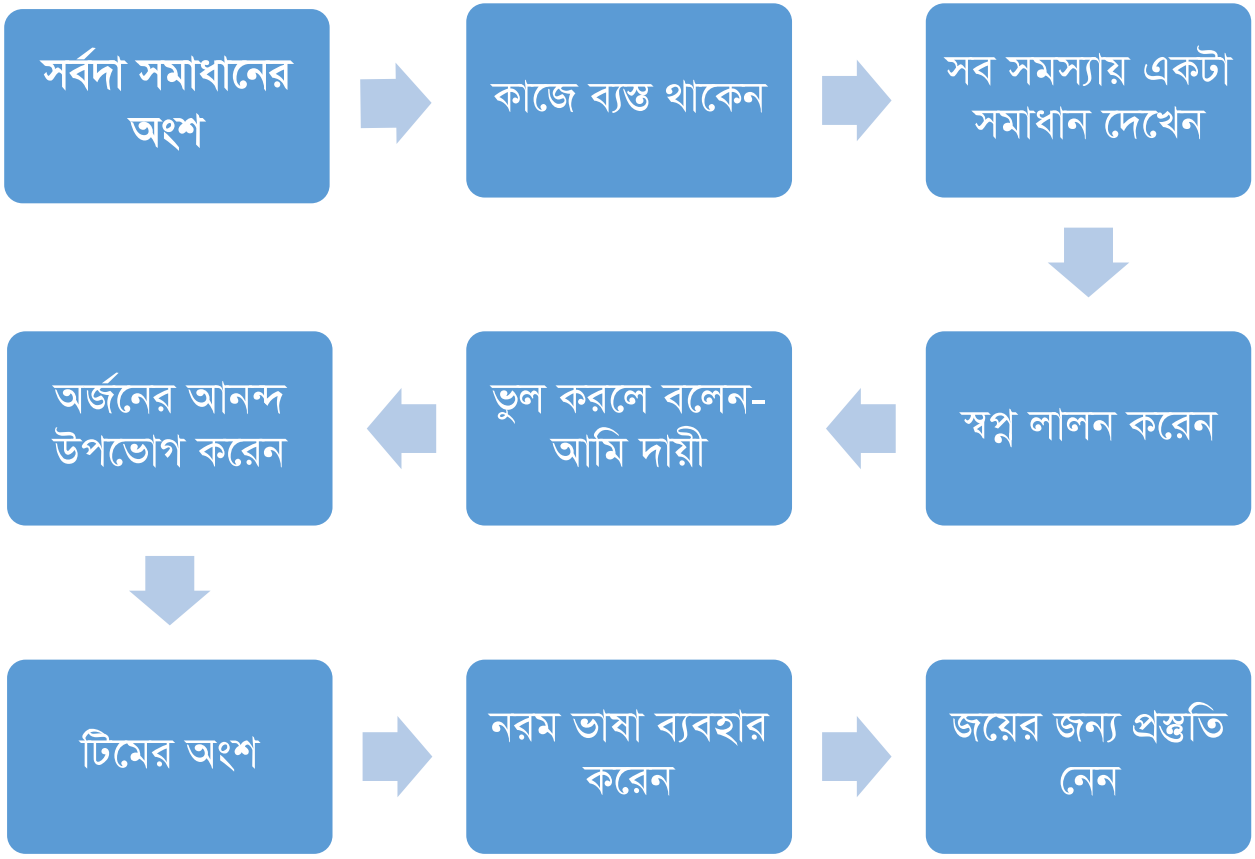

- এলাকার যেকোন উন্নয়নমূলক কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে
- কমিউনিটির যে কোন বিপদকালীন মুহূর্তে অন্যের জন্য সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দিতে
- নিজেদের সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ করতে
- যুবদের অধিকার ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে এ্যাডভোকেসী করতে
- নেতৃত্ব গড়ে উঠার জন্য
- বিষয়ভিত্তিক সচেতনতা তৈরীতে
- এলাকার জনগনকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, উগ্রবাদ, সন্ত্রাস, কৃষি, অবৈধ অভিবাসন বা অন্য যেকোন বিষয়ে প্রচলিত ক্ষতিকর আচরন পরিবর্তন করে ইতিবাচক আচরনে উদ্বুদ্ধ করতে ।

অংশগ্রহনমূলক যুব নেতৃত্ব বিকাশে আমাদের অভিজ্ঞতাঃ

- প্রান্তিক পর্যায়ে যুব নেতৃত্ব বিকাশের নিয়ামকগুলোর অপর্যাপ্ততা
- প্রান্তিক ও বিশেষ জনগোষ্ঠি'র সমতা আনয়নে সুযোগের অভাব
- সামাজিক উন্নয়ন কাজে অংশগ্রহনে অনাগ্রহতা
- ব্যক্তিগত উন্নয়নে মনোনিবেশ
- কর্মসংস্থানের অভাব
- স্বল্প বেতন ও মর্যাদাহানিকর কাজ
- বিষয়ভিক্তিক কাজে অভিজ্ঞতার অভাব
- প্রযুক্তিগত শিক্ষার অভাব
- দক্ষতা ও প্রশিক্ষণের অভাব
- স্বশ্রদ্ধা'র অভাব
- দ্রারিদ্যতা

অংশগ্রহনমূলক যুব নেতৃত্ব বিকাশে আমাদের অভিজ্ঞতাঃ

- স্ব-কর্মসংস্থানের জন্য আর্থিক সংকট
- পরিকল্পনার অভাব
- সিদ্ধান্ত গ্রহনে অংশগ্রহন করতে না পারা
- রাজনৈতিক কাজে অংশগ্রহনে অনাগ্রহতা
- সুস্থ বিনোদন, খেলাধূলা ও উমুক্ত স্থানের অভাব
- হতাশা , মাদকাসক্তি আসক্ত ও অপরাধ প্রবণতা
- স্যাটেলাইট সংস্কৃতি আসক্তি
- তথ্য প্রযুক্তি অপব্যবহার
- ধর্মান্ধতা ও উগ্রবাদ

অংশগ্রহনমূলক যুব নেতৃত্ব বিকাশে গৃহীত পদক্ষেপসমূহঃ

- **যুব নীতিমালা ও পরিকল্পনা** (জাতীয় যুব নীতি ২০০৩)

অন্যান্য সামাজিক নীতি সমূহঃ জনসংখ্যা নীতি, স্বাস্থ্য নীতি, শিক্ষা নীতি, শিশু নীতি ইত্যাদি

- **যুব উন্নয়ন কর্মসূচীঃ** রুরাল সোশ্যাল সার্ভিসেস প্রোগ্রাম, সমাজ সেবা অধিদপ্তর

  ন্যাশনাল ইয়ুথ কনভেনশন ১৯৭৭, ন্যাশনাল ইয়ুথ সার্ভিসেস প্রজেক্ট (পাইলট)

  যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এর যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ১৯৮১ (শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন ও ক্ষুদ্রঋণ)

- শিক্ষা মন্ত্রণালয়, শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার ও সমবায় মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয় যুবদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

অংশগ্রহনমূলক যুব নেতৃত্ব বিকাশে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ (সরকারি ও বেসরকারি)ঃ

- **যুব ক্ষমতায়নের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচীঃ**

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

সামজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সমাজ সেবা বিভাগঃ রুরাল সোশ্যাল সার্ভিসেস ও আরবান সোশ্যাল সার্ভিসেস

- ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচীঃ

বাংলাদেশ রুরাল ডেভেলপমেন্ট বোর্ড

- **পরিবার ভিত্তিক কর্মসংস্থান প্রোগ্রামঃ** যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
- **পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ প্রোগ্রামঃ** বিজিএমইএ, টিএমএসএস
- **আর্ন্তজাতিক সংস্থাগুলোর সাথে বিভিন্ন যুব ক্ষমতায়ন কর্মসূচীঃ** ইউএনডিপি, ইউএনএফপিএ, এসএসসিপি, আইএলও, ইউনেস্কো,
- **স্থানীয়/জাতীয় বেসাকারী উন্নয়ন সংস্থা সমূহের যুব ক্ষমতায়ন কর্মসূচীঃ**

অংশগ্রহনমূলক যুব নেতৃত্ব বিকাশে আমাদের করনীয়ঃ

- যুব নেতৃত্ব বিকাশের নিয়ামকগুলোর সরবরাহ নিশ্চিত করা
- ব্যক্তিগত উন্নয়নে এর পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়ন কাজে যুবদের অংশগ্রহন নিশ্চিত করা
- প্রান্তিক ও বিশেষ জনগোষ্ঠি'র সমতা আনয়নে বিশেষ সুযোগ তৈরী ও সমন্বয় ব্যবস্থা রাখা
- যুবদের চাহিদা মাপিক কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরী করা (দেশে ও দেশের বাইরে)
- মেধার মূল্যায়ন করে মেধা পাচার রোধ করা
- ভাল কাজের স্বীকারোক্তি দেওয়া
- ভাল বেতন ও মর্যাদাকর কাজ নিশ্চিত করা (দেশে ও দেশের বাইরে)
- বিষয়ভিক্তিক কাজে অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র তৈরী করা

অংশগ্রহনমূলক যুব নেতৃত্ব বিকাশে আমাদের করনীয়ঃ

- প্রযুক্তি শিক্ষায় শিক্ষিত করা
- দক্ষতা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ তৈরী করে দেওয়া
- স্থানীয় পর্যায়ে বিনোদন, খেলাধূলা ও উমুক্ত স্থান এর ব্যবস্থা রাখা
- নিজের কাজকে ভালবাসা
- দ্রারিদ্যতা দূরী করা/বেকারভাতা প্রদান
- স্ব-কর্মসংস্থানের জন্য আর্থিক প্রণোদনা ও সহজ শর্তে সহযোগিতা প্রদান
- নেতৃত্ব বিকাশের প্রশিক্ষণ প্রদান
- সিদ্ধান্ত গ্রহনে অংশগ্রহন বৃদ্ধি করা
- মেধা ভিত্তিক , সহনশীল রাজনিতী ও গণতন্ত্র এর চর্চা করা
- দেশীয় সংস্কৃতি'র চর্চা ও বিকাশ
- তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার
- ধর্মীয় মূল্যবোধ চর্চা ও সচেতনতা বৃদ্ধি

Facebook: @YPSAbd

ধন্যবাদ..